সাপ্তাহিক ২০০০-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

সুমি খানের ওপর হামলা

সুমি খান, চট্টগ্রামের সকল মহলে সাহসী সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ড, পুলিশের দুর্নীতিসহ, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন বারবার। ২৭ এপ্রিল তিনি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। সন্ত্রাসীরা তার ব্যাগের টাকা নিলেও মোবাইল নেয়নি। সুমি খান ধারণা করছেন সন্ত্রাসীদের মুখোশ উন্মোচনের কারণেই তার উপর হামলা হয়েছে। হামলার ঘটনা পরিকল্পিত...

সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় লোকেরা তাকে মোমিন রোডের সেন্টার পয়েন্ট হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সন্ত্রাসীদের নির্বিচার আঘাতে মুখমন্ডল ছাড়াও হাত-পায়ের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়। ঘটনাস্থলের কাছেই কয়েকজন টহল পুলিশ থাকলেও তারা সন্ত্রাসীদের ধরতে চেষ্টা করেনি বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। শুধু তাই নয়, ঘটনার পরপরই কোতোয়ালি থানার ওসিকে বিষয়টি অবহিত করা হলেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ করেছে আহতের পরিবার। এরপর সিএমপি কমিশনারকে বিষয়টি জানিয়েও কোনো ফল হয়নি

সাপ্তাহিক ২০০০-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সুমি খান সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন গত ২৭ এপ্রিল। ঘটনার দিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে সুমি খান পেশাগত কাজে নন্দনকানন দিয়ে নগরীর কাজীর দেউরি যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ৩ নং নন্দনকানন গলির কাছে সিএনজি অটোরিকশাযোগে এসে সুমি খানের রিকশার গতিরোধ করে তার হাতব্যাগ ছিনিয়ে নেয় এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। এরপর তাকে মারধর শুরু করে। সুমি খানকে ছুরি এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে তার বাঁ চোখের উপরে ফেটে যায়। এক পর্যায়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে অটোরিকশায় ওঠানোর চেষ্টা করে। সুমির আর্তচিৎকারে আশপাশের পথচারীরা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা সুমিকে উদ্দেশ্য করে বলে- বেশি বেড়েছিস, আবার উল্টাপাল্টা লিখলে খারাপ হবে ইত্যাদি।

সুমি খান চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কর্মকান্ড নিয়ে লিখে আসছিলেন। এসব রিপোর্টের কারণে ক্ষুব্ধ সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা করেছিল বলে জানা যায়।

সুমিকে মারধরের পর তার হাতব্যাগটি সন্ত্রাসীরা নিয়ে চলে যায়। তখন তার ব্যাগে ৬ হাজার টাকা ছিল। সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় লোকেরা তাকে মোমিন

রোডের সেন্টার পয়েন্ট হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সন্ত্রাসীদের নির্বিচার আঘাতে মুখমন্ডল ছাড়াও হাত-পায়ের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়। ঘটনাস্থলের কাছেই কয়েকজন টহল পুলিশ থাকলেও তারা সন্ত্রাসীদের ধরতে চেষ্টা করেনি বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। শুধু তাই নয়, ঘটনার পরপরই কোতোয়ালি থানার ওসিকে বিষয়টি অবহিত করা হলেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ করেছে আহতের পরিবার। এরপর সিএমপি কমিশনারকে বিষয়টি জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় জীবননাশ, অপহরণের চেষ্টা ও ছিনতাইয়ের একটি অভিযোগ ঘটনার পরের দিন দায়ের করা হয়। চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টের (সিপিজে) সেলিম সামাদসহ অনেকেই সুমি খানকে দেখতে যান। তারা প্রত্যেকেই সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সুমি খানের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চট্টগ্রামের উদ্যোগে ২ মে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন নারী সংগঠন, এনজিও কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মীরা অংশ নেয়। হামলার শিকার সুমি খান প্রতিবেদককেও বলেন, 'আমি এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। চট্টগ্রামে অপহরণ ঘটনাগুলোর নেপথ্য নায়কদের কর্মকান্ডের খবর আমি বিভিন্ন সময় লিখেছিলাম সাপ্তাহিক ২০০০-এ। এছাড়া বাঁশখালির ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার নায়কদের কথা লিখেছিলাম। এসব কারণে মাঝেমধ্যেই কে বা কারা ফোনে আমাকে হুমকি দিত। তারাই হয়তো এই ঘটনা ঘটিয়েছে।' সুমি খান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা নিছক ছিনতাইয়ের ঘটনা ছিল না। ওরা যদি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হামলা চালালে মোবাইলটি অবশ্যই নিত। কিন্তু তা নেয়নি। সাপ্তাহিক ২০০০-এ লেখা রিপোর্টগুলোর কারণে যাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে তারাই পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালিয়েছে।'

বাংলাদেশে সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনতা ভোগ করলেও সাংবাদিকগণ স্বাধীন নন। দুর্নীতির খবর লিখলে দুর্নীতিকারীরা ক্ষেপে যায়, সন্ত্রাসের কথা লিখলে সন্ত্রাসী এবং তার গডফাদাররা মেরে ফেলার হুকমি দেয়, আঘাত হানে। এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? একটি সভ্য সমাজে এরকম ঘটনা কতটা গ্রহণযোগ্য?

প্রতিক্রিয়া

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, লেখক

বাংলাদেশের নাগরিকরা মোটেই নিরাপদ নয়। বিশেষভাবে নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি দেখা যাচ্ছে যারা লেখালেখি করেন তাদের ক্ষেত্রে। সুমি খানের ওপর আক্রমণের ঘটনা আবার নতুন করে এই সত্যকেই তুলে ধরছে। রাষ্ট্র নাগরিকদের নিরাপত্তা দিচ্ছে না বা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং নাগরিকদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যারা করছেন তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও রাষ্ট্র উদাসীন। আক্রমণ এবং হত্যার ঘটনা বারবার হচ্ছে কিন্তু অপরাধীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে না, আর হলেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। অপরাধীরা মনে হয় কেবল পার পেয়েই যাচ্ছে না, উৎসাহিতও হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এখনই প্রয়োজন। প্রতিরোধের জন্য নাগরিকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে চাপ সৃষ্টি করবেন এটাও জরুরি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সাংবাদিকরা অতীতে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, এখন আর তেমনভাবে নেই। এটাও হয়তো হতে পারে, যার কারণে তারা আক্রান্ত হচ্ছেন।

শওকত আলী, লেখক

মহিলা সাংবাদিক সুমি খানের ওপর অমানবিক হামলা এবং অপহরণ চেষ্টার এই ঘটনাটি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না, ক্ষমা করা যায় না। এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ এবং আহ্বান জানাচ্ছি।

হাশেম খান, শিল্পী

এ দেশে সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রকৃত চিত্রটি সাংবাদিকরাই যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। অথচ তাদের ওপরই বারবার আক্রমণ হচ্ছে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তাদের ওপর আক্রমণের বিষয়টি মনে হচ্ছে পরিকল্পিত। এ ধরনের ঘটনায় সরকারের ভাবমূর্তিও নষ্ট হচ্ছে, অথচ সরকারের ভূমিকা প্রশ্নের দাবি করে। সরকার ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছেন সন্ত্রাস দমনে। সন্ত্রাসীরা এখন রাষ্ট্রকেও পরাজিত করে ফেলেছে। শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক- সব সচেতন মানুষের উচিত এ ঘটনায় রুখে দাঁড়ানো।

সেলিনা হোসেন, লেখক

এ ধরনের আক্রমণ সত্যিই দুঃখজনক। যারা সাহসী পেশায় আসছেন তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনায় আনতে হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃপক্ষের। এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে এর দাবি জানাই।

মঈনুল আহসান সাবের, লেখক

সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনা নতুন নয়। অপরাধীদের গ্রেপ্তার, চিহ্নিত কিংবা শাস্তি কোনোটাই হচ্ছে না। সুমি খানের ওপর আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। এ ধরনের ঘৃণিত অপরাধের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে এটাই কাম্য।

ইমদাদুল হক মিলন, লেখক

আমি এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এ ধরনের অপরাধ কিছুতেই ঘটা উচিত নয়। সরকার নিশ্চয়ই এ বিষয়ে মনোযোগ দেবে।

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, গবেষক, লেখক

এ ধরনের আক্রমণ যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশের জন্যই লজ্জার এবং একই সঙ্গে চিন্তার বিষয়। একজন সাংবাদিকের ওপর আক্রমণের এই ঘটনা যেন আর না ঘটে। সেই সঙ্গে চাইবো, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের যেন শাস্তি দেয়া হয়।